বর্তমান যুগে ঈমান আক্বিদা ও আমল কে মজবুত করার জন্য নিম্নলিখিত বইগুলি অবশ্যই পড়ুন–

১। কানযুল ঈমান ও নুরুল ইরফান (বাংলা)
২। কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান (বাংলা)
৩। বাহারে শরীয়াত (বাংলা)
৪। ক্বানুনে শরীয়াত (বাংলা)
৫। ফায়যানে সুন্নাত (বাংলা)
৬। জা'আল হক্ব (বাংলা)
৭। শানে হাবিবুর রহমান (বাংলা)
৮। সালতানাতে মুস্তাফা (বাংলা)
৯। ত্রৈমাসিক সুন্নী জগৎ পত্রিকা (বাংলা)
১০। হানাফীদের কয়েকটি জরুরী মাসায়েল (বাংলা)

উপরিলিখিত বইগুলি সহ মুফতী সাহেবের সমস্ত বই পাওয়ার জন্য মুফতী সাহেবের সঙ্গে, অথবা নিম্নলিখিত স্থানে যোগাযোগ করুন–

ক) আলীমপুর (চারগাছি) খানক্বাহ শরীফ- সাগরদিঘী, মুর্শিদাবাদ
খ) মুফতী বুক হাউস- ফুলতলা, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
গ) হাজী বুক ষ্টোর - গাড়ীঘাট, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
ঘ) নুরী বুক ডিপো - গাড়ীঘাট মাদ্রাসা গেট, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
ঙ) রেজবী বুক ডিপো - ভগবানগোলা ষ্টেশন রোড, মুর্শিদাবাদ।
চ) রেজা লাইব্রেরী - পাকুড়তলা, নলহাটি পশ্চিমবাজার, বীরভূম।
ছ) ইসলামিয়া লাইব্রেরী - কে.এন. রোড, (মানষিক হসপিটালের বিপরীতে) বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

বিঃ দ্রঃ– ভাষা ও মুদ্রণগত ত্রুটি মার্জনীয়।

www.YaNabi.in

রাসুল প্রেম-ই আল্লাহ প্রাপ্তির পূর্ব শর্ত

মুর্শিদ প্রেম-ই রাসুল প্রাপ্তির পূর্ব শর্ত

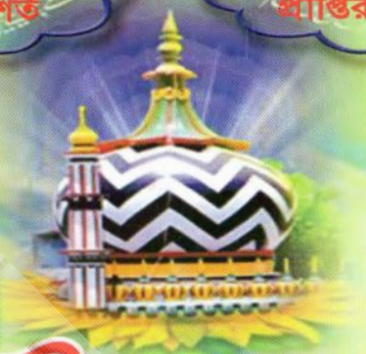

সহী হাদীসের আলোকে কুদম চুম্বন জায়েজ কিনা

www.YaNabi.in

ফাক্বীহে বাঙ্গাল মুনাজিরে ইসলাম হজরাতুল আল্লাম
আলহাজ মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী মাযহারী জঙ্গীপুরী
(এফ.ডি.এন., এম.এম., এম.এ., বি.এড)

–ঃ সহকারী শিক্ষক ঃ–
নাঈত শামসেরিয়া হাই মাদ্রাসা
সাং- সন্ন্যাসীডাঙ্গা, পোঃ- বাড়ালা, থানা- রঘুনাথগঞ্জ
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২৩৫

www.YaNabi.in

বর্তমান যুগে ঈমান আক্বিদা ও আমল কে মজবুত করার জন্য নিম্নলিখিত বইগুলি অবশ্যই পড়ুন–

১। কানযুল ঈমান ও নুরুল ইরফান (বাংলা)
২। কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান (বাংলা)
৩। বাহারে শরীয়াত (বাংলা)
৪। ক্বানুনে শরীয়াত (বাংলা)
৫। ফায়যানে সুন্নাত (বাংলা)
৬। জা'আল হক্ব (বাংলা)
৭। শানে হাবিবুর রহমান (বাংলা)
৮। সালতানাতে মুস্তাফা (বাংলা)
৯। ত্রৈমাসিক সুন্নী জগৎ পত্রিকা (বাংলা)
১০। হানাফীদের কয়েকটি জরুরী মাসায়েল (বাংলা)

উপরিলিখিত বইগুলি সহ মুফতী সাহেবের সমস্ত বই পাওয়ার জন্য মুফতী সাহেবের সঙ্গে, অথবা নিম্নলিখিত স্থানে যোগাযোগ করুন–

ক) আলীমপুর (চারগাছি) খানক্বাহ শরীফ- সাগরদিঘী, মুর্শিদাবাদ
খ) মুফতী বুক হাউস- ফুলতলা, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
গ) হাজী বুক ষ্টোর - গাড়ীঘাট, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
ঘ) নুরী বুক ডিপো - গাড়ীঘাট মাদ্রাসা গেট, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
ঙ) রেজবী বুক ডিপো - ভগবানগোলা ষ্টেশন রোড, মুর্শিদাবাদ।
চ) রেজা লাইব্রেরী - পাকুড়তলা, নলহাটি পশ্চিমবাজার, বীরভূম।
ছ) ইসলামিয়া লাইব্রেরী - কে.এন. রোড, (মানষিক হসপিটালের বিপরীতে) বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

বিঃ দ্রঃ– ভাষা ও মুদ্রণগত ত্রুটি মার্জনীয়।

www.YaNabi.in

রাসুল প্রেম-ই আল্লাহ প্রাপ্তির পূর্ব শর্ত

মুর্শিদ প্রেম-ই রাসুল প্রাপ্তির পূর্ব শর্ত

মহী হাদীসের আলোকে কুদম চুম্বন জায়েজ কিনা

ফাক্বীহে বাঙ্গাল মুনাজিরে ইসলাম হজরাতুল আল্লাম

আল্‌হাজ মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী মাযহারী জঙ্গীপুরী
(এফ.ডি.এন., এম.এম., এম.এ., বি.এড)

–ঃ সহকারী শিক্ষক ঃ–
নাইত শামসেরিয়া হাই মাদ্রাসা
সাং- সন্ন্যাসীডাঙ্গা, পোঃ- বাড়ালা, থানা- রঘুনাথগঞ্জ
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২৩৫

www.YaNabi.in

উপহার

সহী হাদীসের আলোকে কুদম চুম্বন জায়েজ কিনা

ফাক্বীহে বাঙ্গাল মুনাজিরে ইসলাম হজরাতুল আল্লাম
আল্‌হাজ মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী মাযহারী জঙ্গীপুরী
(এফ.ডি.এন., এম.এম., এম.এ., বি.এড)

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

প্রকাশনায় ঃ–
“হজরত শাহ আব্দুল ক্বাদের নক্বশবন্দী মুজাদ্দেদী আলীমপুরী অ্যাকাডেমী”
সাং- আলীমপুর (চারগাছি)
পোঃ– দিয়াড়া, থানা- সাগরদীঘি
জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃ বঃ) ভারত, পিন- ৭৪২১২২
মোঃ– ৯৯৩২২৭৩৩৯৪

প্রকাশ কাল ঃ–
আরবী - ৩০ জামাদিউল আউয়াল ১৪৩৮ হিজরী
বাংলা - ১৬ই ফাল্গুন ১৪২৩ সন
ইংরেজী - ২৮শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭ সাল
প্রথম সংস্করণ

হাদিয়া ঃ– ৩৩ টাকা
মুদ্রণ সংখ্যা ঃ– ৪০০০

মুদ্রণে ঃ– বাসন্তী প্রেস, বালিঘাটা, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
মোঃ– -৯৬০৯০১৭৬৮৩

www.YaNabi.in

সূচীপত্র

১। উৎসর্গ ও অনুরোধ ৪ পৃষ্ঠা
২। এই বইটির বৈশিষ্ট্য ৫ পৃষ্ঠা
৩। ক্বদম চুম্বন সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ৬ পৃষ্ঠা
৪। যারা বুযুর্গানে দ্বীনের ক্বদম চুম্বনের বিরোধীতা করেন ৮ পৃষ্ঠা
৫। ক্বদম চুম্বন সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তর ৯ পৃষ্ঠা
৬। চুম্বনের অর্থ ১১ পৃষ্ঠা
৭। একটি সহী হাদীস ১১ পৃষ্ঠা
৮। বিশেষ দ্রষ্টব্য ১২ পৃষ্ঠা
৯। ক্বদম চুম্বনের প্রকারভেদ ১২ পৃষ্ঠা
১০। হাতে ও পায়ে চুম্বন দেওয়ার ইসলামী নিয়ম ১৩ পৃষ্ঠা
১১। হাতে ও পায়ে চুম্বন করার সময় মাথা নত করা নিষেধ নয় ১৪ পৃষ্ঠা
১২। বিরোধীদের নিকট আমার একটি প্রশ্ন ১৪ পৃষ্ঠা
১৩। হাতে ও পায়ে চুম্বন দেওয়া জায়েজ সহী হাদীস থেকে তার প্রমাণ ১৫ পৃষ্ঠা
১৪। আমার বক্তব্য ২০ পৃষ্ঠা
১৫। নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি থেকে ক্বদম চুম্বনের প্রমাণ ২১ পৃষ্ঠা
১৬। আমার বক্তব্য ২২ পৃষ্ঠা
১৭। বিরোধীদের কিতাবাদি থেকে ক্বদম চুম্বনের প্রমাণ ২৩ পৃষ্ঠা
১৮। ক্বদম চুম্বন সম্পর্কে বিরোধীদের একটি পুস্তিকা ২৬ পৃষ্ঠা

সমাপ্ত

www.YaNabi.in

উৎসর্গ

আমি আমার এই বইটি
গওসুল আ'যম হজরত বড়পীর আব্দুল ক্বাদের জিলানী। সুল্‌তানুল হিন্দ হজরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী সান্‌জারী। ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আল্‌ফে সানী শাইখ আহমাদ সেরহিন্দী।
ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে আ'যম আ'লা হজরত আহমাদ রেজা খান কাদেরী বেরেলবী তৎসহ তামাম পৃথিবীর সমস্ত সিলসিলার বুযুর্গানেদ্বীনের দরবারে আলীশানে উৎসর্গ করলাম (রিয্‌ওয়ানুল্লাহি তা'লা আলাইহিম আজমাইন)

অনুরোধ

আমার এই বইটির মধ্যে শরীয়াতের দৃষ্টিকোন থেকে কোনো প্রকারের কোনো ভুল যদি কারো নজরে ধরা পড়ে, তাহলে দয়া করে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। শরীয়াতের মানদন্ডে সেটা যদি সত্যি ভুল বলে বিবেচিত হয়। তাহলে পরবর্ত্তি সংস্করণে তার সংশোধন করে দিব। ইনশাআল্লাহুল আযিয।

খাদিমে আহলে সুন্নাত অ-জামাত
মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী মাযহারী
M : 9434164314

www.YaNabi.in

এই বইটির বৈশিষ্ট্য

(১) বইটির মধ্যে সরল সহজ চলতি বাংলা ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।
(২) উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে প্রতিটি মূল কিতাবের নাম, খন্ড ও পৃষ্ঠা নং উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে।
(৩) হাদীস ইত্যাদিগুলির বর্ণনা কারীর নাম সহ মূল হাদীসের সারাংশ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে।
(৪) খুব সতর্কতা অবলম্বন করে নিখুতভাবে হাওয়ালা (উদ্ধৃতি) দেওয়া হয়েছে।
(৫) প্রেস ইত্যাদির বিভিন্নতার কারনে পৃষ্ঠা নং আগে পিছে হতে পারে।
(৬) শুধু মাত্র চুম্বন সংক্রান্ত হাদীস বা এবারত গুলি-ই তুলে ধরা হয়েছে।

ত্রৈমাসিক সুন্নী জগৎ
পড়ুন ও পড়ান

www.YaNabi.in

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইস্তিফ্তা (ক্বদম চুম্বন সম্পর্কে একটি প্রশ্ন)

আস্সালামু আলাইকুম অ-রহমাতুল্লাহ,

ফাক্বীহে বাঙ্গাল মুনাজিরে ইসলাম হজরাতুল আল্লাম আল্হাজ মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন সাহেব রেজবী মায্হারী হুজুর ক্বিবলার খিদমতে আমার একটি প্রশ্ন রয়েছে। সেটা হল এই যে, আহ্লে সুন্নাত অ-জামাতের মসলমানেরা পীর ও মুর্শিদ কে সাক্ষাত করতে গিয়ে সালাম ও মুসাফাহাহ করার পাশাপাশি, পীর সাহেবের হাতে ও পায়ে চুম্বন দিয়ে থাকেন। কেহ কেহ পীর সাহেবের পায়ে হাত লাগিয়ে, সেই হাতে চুমু খায়। আবার কেহ কেহ সরাসরি পীর সাহেবের পায়ে মুখ লাগিয়ে চুমু খায়। আপনার নিকট বিশেষ ভাবে জানতে চাই যে, কোনো ভক্ত ও মুরীদের জন্য পীর ও মুর্শিদের হাতে ও পায়ে এই ভাবে চুমু দেওয়া কী শরীয়ত সম্মত? দয়া করে শরীয়াত ও সুন্নাতের আলোকে বিস্তারিত জবাব দিয়ে বাধিত করবেন। তার কারণ হলো বর্তমান যুগে ৭২টি বাতিল ও বেদআতী ফেরক্বা, মহা জোট বেঁধে, পীর ও মুর্শিদের হাতে ও পায়ে এই ভাবে চুম্বন করা কে, শেরেক, বেদআত, হারাম ও নাজায়েজ ইত্যাদি বলে ফতুয়া ঝেড়ে আহ্লে সুন্নাত অ-জামাত বিরোধী চরম অপ-প্রচার চালিয়ে সরল প্রাণ সাধারণ সুন্নী মসলমানকে বিভ্রান্তি

র মধ্যে ফেলে দিয়ে, উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে অতি সু কৌশলে তাদেরকে নিজেদের বাতিল দলে টেনে নিয়ে যাওয়ার খুব চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মুফতী হুজুরের নিকট অনুরোধ রইল যে উত্তর পত্র টি পুস্তক আকারে ছাপিয়ে দিলে মুসলিম সমাজ খুব উপকৃত হবে বলে আমি আশা করি।

আপনার একান্ত ভক্ত
মোঃ সাদ্দাম হোসাইন রেজবী
পিতা– মোঃ সালাহুদ্দিন রেজবী
সাং- ল-পাড়া, পোঃ– গণপুর
থানা-মল্লারপুর, জেলা-বীরভূম
তাং- ১১/০১/২০১৭

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

যারা বুযুর্গানে দ্বীনের কুদম চুম্বনের বিরোধিতা করেন

(এক) ৭২টি বাতিল ও বেদআতী দলগুলির মধ্যে ওয়াহাবী, দেওবন্দী, তবলিগী জামাত ও জামাতে ইসলামী সহ ইদানিং কিছু ফুরফুরাপন্থী মওলবী সাহেবগণও তাদের কথা ও কর্মের মাধ্যমে ক্বদম চুম্বনের বিরোধিতা করে থাকেন। একথা কম বেশী সকলের-ই জানা আছে।

তাঁদের গুরুজনেরা তাদের কিতবাদিতে এব্যাপারে কী কী লিখে রেখেছেন। তার পরোওয়া তারা করেন না।

(দুই) বাংলাদেশ জামাতে ইসলামীর বিখ্যাত নেতা ও বক্তা মওলানা দেলুওয়ার হুসাইন সাঈদী সাহেব, তার "নারীর মর্যাদা" নামক একটি বক্তব্যে ক্বদম চুম্বনের তিব্র বিরোধিতা করেছেন। তাঁর সেই বক্তব্যের Audio রেকর্ডিং আমার নিকটে রয়েছে। প্রয়োজনে শুনানো যেতে পারে।

(তিন) (ফুরফুরা পন্থীদের) বিংশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ ফুরফুরা শরীফের ইছালে ছওয়াব স্বরনিকা ১৪০১ বাং নামক বইটির ২৭পৃঃ লিখা রয়েছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ক্বদমবুছি করার সময় মাথা নত হয়ে যায়। তাই ক্বদমবুছি না করাই ভাল।

আমার বক্তব্য

ফুরফুরা পন্থীরা এই কথা বলে, মানুষকে মধুর সাথে বিষ খাওয়ানোর চেষ্টা করেছেন। এতে প্রমাণ হয় যে, এরা অন্যান্য বাতিল ফিরক্বার চাইতেও মারাত্মক।

অ-আলাই কুমুস সালাম অ-রহমাতুল্লাহ্

উত্তর ঃ– সমস্ত প্রশংসা সেই সু-মহান আল্লাহ রব্বুল ইযযাত অল্ জালাল এর জন্যই, যিনি সকলের মাবূদ। অ-সংখ্য দরুদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক সেই সু-মহান নবীর উপর যিনি খোদা তা'লার মাহ্বূব।

প্রিয় পাঠক / পাঠিকা, ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিতে (ঈমান-আক্বীদাহ ও আমল দুরস্ত হওয়া শর্তে) পীর-মুর্শিদ, মাতা-পিতা, ধর্মীয় গুরুজন তথা ওলামায়ে আহলে সুন্নাত অ-জামাতের সম্মানার্থে, খুব সতর্কতা অবলম্বন করে আদবের সাথে ভক্তি ভরে, ফয়েয ও বরকত হাসিল করার নেক নিয়তে মুরীদ, ভক্ত, ছাত্র ও সন্তানাদি-র জন্য, তাঁদের হাতে ও পায়ে চুমু দেওয়া যেমন ফরজ ও ওয়াজিব নয়। ঠিক তেমন-ই এটা কুফরী ও শেরেক তো দুরের কথা। হারাম ও নাজায়েজও নয়। বরং ইহা অবশ্যই বৈধ, জায়েজ, মুস্তাহাসান, মুস্তাহাব এবং সুন্নাত। নেকী ও পুণ্যের কাজে গণ্য।

তামাম পৃথিবীর সমস্ত ওলামায়ে আহ্লে সুন্নাত অ-জামাত সমর্থিত, শরীয়াত, মারেফাত, তরিকাত ও হাক্বিকাত সম্মত, বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তি যুক্ত একটি ইসলামী নেক কাজ। এতে তিল পরিমান ও কোনো সন্দেহের অবকাশ মোটেই নেই। যার প্রমাণ ভুরি, ভুরি সহী হাদীস এবং ওলামায়ে আহলে সুন্নাত অ-জামাতের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদিতে তো আছেই। এমনকি বিরোধীদের কিতাবাদিতেও এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তার জ্বলন্ত প্রমাণ

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

এই বই এ দেওয়া হবে। ইনশা আল্লাহ তা'লা।

তা সত্ত্বেও বর্তমান যুগের ৭২টি বাতিল ও বেদআতী ফেরক্বা, বিশেষ করে ওয়াহাবী, লামাযহাবী, সালাফী ফারাযী তথা কথিত আহলে হাদীস ও জামাতে ইসলামী হিন্দ, জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ, দেওবন্দী, তবলিগী জামাত এবং তাদের হাতে হাত মিলিয়ে, বাংলার বেদআতী দল ফুরফুরা পন্থী কোনো কোনো মওলবী সাহেবেরা দলবদ্ধ ভাবে শুধু শুধু খামোখা না জেনে না শুনে আন্দাযে অনুমানে, না বুঝে না সুঝে, কেবল মাত্র নিজেদের যেদ বহাল রাখার জন্য তাঁদের হাতে গনা মুষ্টিমেয় কয়েকজন অন্ধভক্ত কয়টাকে ভুল বুঝিয়ে রেখে দলবাজি করে শুধুমাত্র তাদের পেট ও পকেট ভরার ফিকিরে বুযুর্গানে দ্বীনের হাতে ও পায়ে চুমু দেওয়ার মত জায়েজ, বৈধ, মুস্তাহাব বরং সুন্নাতে নববী ও সুন্নাতে সাহাবী একটি জলজ্যান্ত নেক কাজকে দিন-দুপুরে অ-স্বীকার করে যেভাবে ফিতনা-ফাসাদ ছড়াচ্ছে, তাতে বিশ্ব মুসলিম ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে ক্ষমা করবে কীনা আল্লাহ-ই ভাল জানেন। বিরোধী মওলবী সাহেবেরা বুযুর্গানে দ্বীনের হাতে ও পায়ে চুমু দেওয়াকে কখনও শেরেক, কখনও কুফরী কখনও হারাম কখনও নাজায়েজ আবার কখনও বেদআত বলে চীৎকার দিয়ে গলা ফাটায় বটে। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় হলো এই যে, আজ অবধি তারা কেউ এটার না জায়েজ হওয়ার কোনো সঠিক দলিল পেশ করতে পারেনি। আর ক্বিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না। ইনশা আল্লাহুল আযিয। এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ রইল। সুতরাং বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো কারণ-ই নাই।

www.YaNabi.in

চুম্বনের অর্থ

বাংলা ভাষায়– চুমু, চুমা ও চুম্বন একই অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। শরীয়াত অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গকে তাঁদের পক্ষ থেকে নিষেধ না রইলে, স্থান কাল পাত্র বিচার করে অনুকূল পরিবেশে, তাঁদের হাতে ও পায়ে মুখ লাগিয়ে চুমু দেওয়া বা সেখানে হাত রেখে সেই হাতে চুমু দেওয়াকে সাধারণত হস্ত চুম্বন বা পদ চুম্বন বলে। বড়দেরকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান এবং ছোটদেরকে ভালোবাসা স্নেহ ও আদরের চূড়ান্ত পর্যায়ের বহিঃ প্রকাশের নামই হলো মূলতঃ চুম্বন, চুমা বা চুমু। একে আরবী ভাষায় "আত্তাক্ববীল" ফারসী ভাষায় "বোসা" উরদ্ ভাষায় "চুমনা" এবং ইংরেজী ভাষায় "কিস্" বলা হয়।

সুতরাং যারা বড়দেরকে শ্রদ্ধা ভক্তি ও সম্মান এবং ছোটদেরকে ভালবাসা, স্নেহ ও আদর করতে জানেনা বা পারে না। তাদের মাথায় এই বিষয়টি ঢোকার কথা নয়। কাজেই এই ব্যাপারে তাদের জবান দারাজী করা অনাধিকার চর্চা ছাড়া আর কিছুই নয়। বলে আমি মনে করি।

যারা ছোটদেরকে ভালবাসা, স্নেহ ও আদর এবং বড়দেরকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান করেনা তারা হুজুর আলাই হিস সালামের উম্মাতে শামিল নয়। এ প্রসঙ্গে

একটি সহী হাদীস

মিশকাত শরীফ (মূল আরবী) ১ম খন্ড ৪২৩ পৃঃ ছোটদের প্রতি স্নেহ এবং সৃষ্টি কূলের প্রতি দয়া করার বিবরণের ২য় পরিচ্ছেদে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। আল্লার প্রিয় হাবীব পবিত্র জোবানে বলেছেন যে, যারা ছোটদের প্রতি দয়া এবং বড়োদের প্রতি শ্রদ্ধা করেনা, তারা আমার উম্মাতে শামিল নয়। (হাদীসটি ইমাম তিরমিযী আলাইহির রহমা বর্ণনা করেছেন।)

www.YaNabi.in

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বুযুর্গানে দ্বীন কে স্বাক্ষাত করার সময় শুধু ক্বদম চুম্বন-ই সুন্নাত এ কথা সঠিক নয়। বরং প্রথমে সালাম করা, তার পরে অনুমতি থাকলে ও সময় সুযোগ পেলে, মুসাফাহাহ্ হস্ত চুম্বন, মুয়ানাক্বাহ্ ও ক্বদম চুম্বন ইত্যাদি সব-ই সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।

বুযুর্গানে দ্বীন কে সাক্ষাত করে, হাত বেঁধে কয়েক ক্বদম পিছপা হেঁটে আসাটা শরীয়তে নিষেধ নয়। বরং ইহা আদবে শামিল।

চুম্বনের প্রকারভেদ

ফাতাওয়া শামী (মূল আরবী) ৯ম খঃ ৫৫১ পৃঃ ও ফাতাওয়া আলামগিরী (মূল আরবী) ৫ম খঃ ৩৬৯ পৃঃ উল্লেখ আছে যে, চুম্বন মোট পাঁচ প্রকারের যথা–

(১) মুহব্বাত বা ভালবাসার চুম্বন। যেমন সন্তানের গালে চুমু দেওয়া।

(২) রহ্মাত বা দয়ার চুম্বন। যেমন- মাতা পিতার মাথায় চুমু দেওয়া।

(৩) শাফ্ক্বাত বা স্নেহ-আদরের চুম্বন। যেমন- ভায়ের কপালে চুমু দেওয়া।

(৪) শাহওয়াত বা কামভরে চুম্বন। যেমন- নিজ স্ত্রী ইত্যাদির মুখে চুমু দেওয়া।

(৫) তাহিয়্যাত বা শ্রদ্ধা ভক্তির চুম্বন। যেমন- মোমিন-মসলমানদের হাতে চুমু দেওয়া।
কোনো কোনো ইমাম / ফাক্বীহর মতে অতিরিক্ত আরও একটি চুম্বন হলো।

(৬) দায়ানাত বা ধর্মীয় চুম্বন। যেমন- কাবাঘরের আসওয়াদ পাথরে চুমু দেওয়া।

www.YaNabi.in

বুযুর্গানে দ্বীনের হাতে ও পায়ে চুম্বন দেওয়ার ইসলামী নিয়ম

এশিয়া উপ-মহাদেশ বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা তুযযামান, মুফাসসিরে ক্বোরআন হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমাদ ইয়ার খান নাঈমী আলাইহির রহমা তাঁর "মির আতুল মানাজীহ্ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ্" নামক কিতাবের ৬ষ খঃ ৪৬৪ পৃঃ লিখেছেন যে, সালাম করার পর মুসাফাহাহ করে বুযুর্গানে দ্বীনের হাতে মুখ দিয়ে চুম্বন করবে। কেননা মুসাফাহাহ্ করার পর আপন হাতে চুম্বন দেওয়া নিষেধ।

বুযুর্গানে দ্বীনের পদ চুম্বনের ২টি নিয়ম রয়েছে।

(এক) বুযুর্গানে দ্বীনের পায়ে হাত রেখে সেই হাতকে চুমু দেওয়া।

(দুই) তাদের পায়ে সরাসরি মুখ লাগিয়ে চুমা দেওয়া দ্বিতীয় নিয়মটি হলো উত্তম।

অনুরুপ তাঁদের ক্বদম মুবারাকে চক্ষু লাগিয়ে ফয়েযও বরকত হাসিল করবে।

www.YaNabi.in

বুযুর্গানে দ্বীনের হাতে ও পায়ে চুম্বন করার সময় মাথা নত করা নিষেধ নয়

"মিরআতুল মানাজীহ্ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ্" নামক কিতাবে ৬ষ খঃ ৩৫৭ পৃঃ উল্লেখ রয়েছে যে, সব ক্ষেত্রে মাথা নত করাটা নিষেধ নয়। যেমন– কারো রুমাল, কলম, মোবাইল ইত্যাদি যদি পড়ে যায়, তাহলে সেগুলি কুড়িয়ে উঠিয়ে দেওয়ার সময়, গুরুজনদের জুতো সোজা করার সময়। ওজু ইত্যাদি করার জন্য লোটা বা বধনা নেওয়ার সময়, মাথানত করা নিষেধ নয়। অনুরুপ ভাবে বুযুর্গানে দ্বীনের হাতে পায়ে চুম্বন দেওয়ার সময় মাথা ঝুকানো / নত করা নিষেধ নয়। তার কারণ হলো, এখানে মাথা নত করা উদ্দেশ্য নয়। বরং চুম্বন করাটাই মূল উদ্দেশ্য।

বিরোধীদের নিকট আমার একটি ছোট্ট প্রশ্ন

কোনো জায়েজ বা বৈধ কাজের জন্য প্রয়োজনে মাথা নত করা। যেমন- জল জমা জমিতে রুকুর চাইতেও বেশী মাথা নত করে ধান লাগানো, সেই জমি নিড়ানো, তার পরে জমিতে মাথা নত করে ধান, গম ইত্যাদি কাটা, রুকুর চাইতেও বেশী মাথা নত করে কবরে মাটি দেওয়া ইত্যাদি যদি নিষেধ না হয়। তাহলে বুযুর্গানে দ্বীনের হাতে ও পায়ে চুম্বন দেওয়ার সময় মাথা নত হয়ে গেলে, এটা নিষেধ কি করে হয়? অনুগ্রহ করে জবাব দিবেন। আমি জবাবের আশায় রইলাম।

www.YaNabi.in

বুযুর্গানে দ্বীনের হাতে ও পায়ে চুম্বন দেওয়া জায়েজ মর্মে হাদীস থেকে তার প্রমান

হাদীস নং– (১) মিশকাত শরীফ (মূল আরবী) করমর্দন ও আলিঙ্গন করার বয়ানে ৪০২পৃঃ হজরত মা আয়েশা সিদ্দিক্বা রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহা থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। উক্ত হাদীসে তিনি বলেন যে, হুজুর আলাইহিস সালাম, খাতুনে জান্নাত হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহার হাত ধরে তাতে চুমা দিতেন। এবং খাতুন জান্নাত হুজুরের হাত মুবারাক ধরে তাতে চুমা দিতেন। (হাদীসটি ইমাম আবুদাউদ বর্ণনা করেছেন)

হাদীস নং- (২) মিশকাত শরীফ (মূল আরবী) ৪০১ পৃঃ হজরত আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে তিনি বলেন যে, আল্লার প্রিয় রাসুল হজরত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহুকে চুম্বন দিয়েছেন।

(হাদীসটি ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

হাদীস নং -(৩) মিশকাত শরীফ (মূল আরবী) ৪০২ পৃঃ হজরত মা আয়েশা সিদ্দিক্বা রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহা থেকে আরো হাদীস বর্ণিত আছে যে, হুজুর আলাইহিস সালাম তাঁর লালিত পালিত পুত্র হজরত জায়েদ বিন হারেসাকে আলিঙ্গন করার পর চুম্বন দিয়েছেন। (হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন)

হাদীস নং – (৪) এক খন্ডে সিহাহসিত্তা আবুদাউদ শরীফ (মূল আরবী) ১৬৫০পৃঃ হজরত যারে' রাদিয়াল্লাহু তা'লা

www.YaNabi.in

আনহু থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন যে, আমরা যখন মদীনা শরীফ এলাম, তখন আমরা হুজুরের সাথে সাক্ষাত কালে হুজুরের হাত ও পা মুবারাকে চুম্বন দিয়েছি। (হাদীসটি ইমাম আবুদাউদ বর্ণনা করেছেন)

হাদীস নং - (৫) মিশকাত শরীফ (মূল আরবী) ৪০২পৃঃ হজরত মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহা হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আল্লার নবীর দরবারে একটি শিশুকে আনা হলে, হুজুর আলাইহিস সালাম তাকে চুমু দেন। (হাদীসটি শারহুস সুন্নাতে বর্ণনা করেছেন)

হাদীস নং- (৬) মিশকাত শরীফ (মূল আরবী) মক্কা শরীফ প্রবেশ ও তওয়াফের বয়ানে ২২৮পৃঃ হজরত আবিস বিন রাবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, হজরত উমর ফারুক্বে আযম রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু কাবা ঘরের কর্ণারে রাখা আসওয়াদ নামক জান্নাতী পাথরে চুমা দিয়ে বলতেন যে, হে আসওয়াদ পাথর নিশ্চয় আমি অবশ্যই জানি যে তুমি একটি পাথর মাত্র। তুমি আমার উপকার অপকার কিছুই করতে পারবে না তা সত্ত্বে তোমাকে শুধু এই জন্য-ই চুম্বন করছি যে, তোমাকে আল্লার প্রিয় রাসুল চুম্বন করেছেন। (হাদীসটি ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

হাদীস নং - (৭) মিশকাত শরীফ গুনাহ কাবীরাহ ও মুনাফিক্বের আলামাতের বয়ানে ১৭পৃঃ হজরত সাফওয়ান বিন আসসাল রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু হতে একটি বড় লম্বা হাদীসের মধ্যে একথা উল্লেখ আছে যে, সাহাবীগণ হুজুর আলাইহিস সালামের হাত ও পা মুবারাক চুমেছে।

হাদীস নং- (৮) মিশকাত শরীফ (মূল আরবী) "মুর্খ

www.YaNabi.in

ব্যক্তির নিকট কী বলা উচিৎ" এর বয়ানে ১৪১ পৃঃ হজরত মা আয়েশা সিদ্দিক্বা রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহা থেকে হাদীস বর্ণিত আছে যে, হজরত উসমান বিন মাযউনের ইন্তেকাল হওয়ার পর তাকে দেখতে গিয়া হুজুর আলাইহিস সালাম তাকে চুম্বন দিয়েছেন। (হাদীসটি ইমাম তিরমিযী, আবুদাউদ ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন)

হাদীস নং - (৯) এক খন্ডে সিহাহসিত্তা (মূল আরবী) ১৬০৪ পৃঃ হজরত বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, মদীনা শরীফে একদা হজরত মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহা কে জ্বর হয়েছিল। এই খবর শুনে হজরত আবু বাকার সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু তাকে দেখতে গিয়ে তার গালে চুমা দিয়েছেন। (হাদীসটি আবুদাউদ বর্ণনা করেছেন)

হাদীস নং- (১০) মিশকাত শরীফ (মূল আরবী) মক্কা শরীফ প্রবেশ ও ত্বওয়াফের বিবরণ ২২৮ পৃঃ হজরত নাফে রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু হতে হাদীস বর্ণিত আছে যে, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু আসওয়াদ পাথরকে হাতের ইশারা করে চুমতেন, তার পর সেই হাতে চুমা দিতেন।

হাদীস নং- (১১) রদ্দুল মুহতার (মূল আরবী) ৯ম খঃ ৫৫২ পৃঃ হজরত উমার ফারুকে আযম রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু থেকে হাদীস বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রতি দিন সকালে কালাম পাক কে হাতে নিয়ে তাতে চুম্বন দিতেন। এবং হজরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু কালাম পাক কে হাতে ধরে চুমতেন ও মুখে লাগাতেন।

হাদীস নং- (১২) তারিখুল খোলাফা উরদু ৪পৃঃ বর্ণনা করা হয়েছে যে, হজরত উমারে ফারুকে আযম ও হজরত আলী

www.YaNabi.in

রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহুমা হুজুরের নির্দেশে যখন হজরত ওয়াইস ক্বরনী রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু কে সাক্ষাত করতে আসেন। তখন হজরত উমার হজরত ওয়াইস ক্বরনীর হাতে চুম্বন দিয়েছিলেন।

হাদীস নং– (১৩) ইবনে মাজাহ শরীফ (মূল আরবী) মৃত্যু ব্যক্তিকে চুম্বন দেওয়ার বয়ানে ১০৫ পৃঃ হজরত মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহা হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত উসমান বিন মাযউনের ইন্তেকালের পর হুজুর আলাই হিস সালাম তাকে চুম্বন দিয়েছেন এবং তার জন্য কেঁদে অশ্রু ঝরিয়েছেন।

হাদীস নং– (১৪) ইবনে মাজাহ শরীফ (মূল আরবী) উক্ত বয়ানে উল্লেখিত পৃঃ হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হজরত মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, হুজুরের ইন্তেকালের পর হজরত আবু বাকার সিদ্দীক্ব হুজুরকে চুম্বন দিয়েছেন।

হাদীস নং – (১৫) নুরুল আবসার (মূল আরবী) ১১৪ পৃঃ হজরত আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু হতে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, হুজুর আলাই হিস সালাম স্বীয় প্রানপ্রিয় নাওয়াসা হজরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াতুল্লাহু তা'লা আনহুর জিহ্বা এমন ভাবে চুসতেন, মানুষ যেভাবে খেজুর চুসে। সুবহানাল্লাহ (সংগৃহীত খুৎবাতে মুহররম ৩৩২ পৃঃ)

হাদীস নং – (১৬) মাওয়ায়েযে নাঈমিয়া উরদু ২য় খঃ ১৮৪ পৃঃ মুফাসসিরে ক্বোরআন আল্লামাতুয যামান হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমাদ ইয়ার খান নাঈমী আলাইহির রহমা লিখেছেন যে, মওলানা আব্দুল হালীম লখনবী একটি রেওয়ায়াত (বর্ণনা) পেশ করেছেন যে, একজন সাহাবী

www.YaNabi.in

হুজুর আলাইহিস সালামের খিদমতে আরজ করলেন যে, ইয়া রাসুলাল্লাহ আমি নযর মেনেছিলাম যে, যদি আমার এই কাজটি হয়ে যায় তাহলে বেহেশ্‌তের উপরের এবং নিচের চৌকাঠে চুম্বন দিব। আল্লার রহমতে আমার সেই কাজ সু-সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। হুজুর দয়া করে বলুন এবার ঐ নযর (মানত) কিভাবে পালন করব? হুজুর ইরশাদ ফরমালেন। যাও তুমি তোমার মায়ের পায়ে আর বাপের কপালে চুমা দাও মানত আদায় হয়ে যাবে। কারণ মায়ের পা জান্নাতী দরজার নিচেকার চৌকাঠ আর বাপের পেশানী জান্নাতী দরজার উপরের চৌকাঠ উপস্থিত এক সাহাবী আরজ করলেন। হুজুর তার মা বাপ যদি না থাকত তাহলে সে কেমনে মানত পুরা করত? হুজুর বললেন। তাহলে তাকে মায়ের কবরের পায়ের দিকে আর বাপের কবরের মাথার দিকে চুমা দিতে হতো।

হাদীস নং – (১৭) এক খন্ডে সিহাহসিত্তা আবুদাউদ শরীফ (মূল আরবী) ১৬০৪ পৃঃ হজরত শা'বী রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর আলাইহিস সালাম হজরত জাফার ইবনে আবি ত্বালিবের সাথে সাক্ষাত করলেন। তখন হুজুর তাকে গলায় জড়িয়ে ধরেছিলেন। এবং তাঁর দুই চোখের মধ্যখানে চুমু দিলেন।

হাদীস নং – (১৮) শিফা শরীফে (মূল আরবী) আছে যে, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু হুজুরের মিম্বার শরীফের ঐ স্থানটিতে যেখানে হুজুর খুৎবা দিতেন। হাত রেখে সেই হাতে চুমু দিতেন। সংগৃহীত জাআলহক্ব উরদু ৩৫১ পৃঃ।

www.YaNabi.in

হাদীস নং – (১৯) বারা তাক্বরীর নামক উরদু কিতাবের ১৬৯ পৃঃ মেরাজের বয়ানে, আল্লামা মুফতী শরীফ নুরী সাহেব একটি হাদীস নকল করেছেন যে, মেরাজ শরীফের রাতে মক্কাশরীফে হুজুর আলাই হিসসালাম হজরত উম্মে হানির ঘরে আরাম করছিলেন। তখন হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম কে বলা হয়েছিল যে, তুমি হুজুরের দুই পা মুবারাকে চুমা দিয়ে হুজুর কে জাগিয়ে দাও।

হাদীস নং – (২০) এক খন্ডে সিহাহসিত্তা বোখারী শরীফ (মূল আরবী) ৫০৮ পৃষ্ঠা হজরত আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর আলাইহিস সালাম স্বীয়তনয় হজরত ইব্রাহিমকে চুম্বন দিয়েছিলেন।

বিঃ দ্রঃ– ইহা ছাড়া আরও কমপক্ষে ৫০টিরও বেশী হাদীস এব্যাপারে রয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় দেওয়া গেলনা।

আমার বক্তব্য

উপরোল্লিখিত হাদীসগুলি দ্বারা দিবালোকের ন্যায় এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে, বড় ছোটকে, ছোট বড়কে সন্তানাদি মাতা-পিতাকে, মাতা-পিতা সন্তানদিকে, ছাত্র শিক্ষককে, ভক্ত-মুরীদ পীরও মুর্শিদকে, সাধারণ মুসলমান, বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলামায়ে আহলে সুন্নাত অ-জামাত কে, মুলমানেরা পরস্পর এক অপরকে, জীবিত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে, মাতা-পিতার কবরকে, কালাম পাক এবং হাজার আসওয়াদ ইত্যাদিকে শরীয়তী নিয়ম ক্বানুন মেনে চুম্বন করতে পারে। এটা জায়েজ, মুস্তাহাব, মুস্তাহাসান বরং সুন্নাত। এটাই হলো আহলে সুন্নাত অ-জামাতের মত ও পথ। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো মায়ের লাল বুযুর্গানে দ্বীনের ক্বদম চুম্বন না জায়েজ হওয়ার কোনো সঠিক দলিল নির্ভরযোগ্য কিতাব

থেকে পেশ করতে পারেনি। ক্বিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না। ইনশা আল্লা তা'লা।

আমার মনে হয়, বিরোধী মওলবী সাহেবগণ ক্বোরআন হাদীস নিয়ে তেমন কোনো খাটাখাটি ঘাঁটাঘাটি করেন না। একাকটুকু করলেও হয়তো বুঝতে পারে না। আর বুঝতে পারলেও সম্ভবত তারা সেটা প্রচার করেন না।

আল্লাপাক বুযুর্গানেদ্বীনের ওসিলায় তাদেরকে কোরআন হাদীস ভালো ভাবে পড়ার, বুঝার আমল করার ও প্রচার করার তাওফিক্ব দান করেন। আমীন।

আহলে সুন্নাত অ-জামাতের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি থেকে বুযুর্গানে দ্বীনের ক্বদম চুম্বনের প্রমাণ

(১) মিশকাত শরীফ (মূল আরবী) পৃঃ নং ৪০১ এর ৭নং টিকায় রয়েছে। সহী মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন যে, মাতা-পিতার জন্য শিশু সন্তানের গালে চুমু দেওয়া ওয়াজিব। অনুরূপ গালের আশেপাশে আদর করে স্নেহ ভরে, সন্তান মনে করে চুমু দেওয়া সুন্নাত। সন্তান পুত্র হোক বা কন্যা হোক।

উক্ত টিকায় আরো বলা হয়েছে যে, পরহেযগারী থাকার কারণে পরহেযগার কে, জ্ঞান থাকার দরুন জ্ঞানীকে এবং বয়স বেশী হওয়ার কারণে বয়স্ক লোককে চুম্বন দেওয়া মাকরুহ নয়। ইমাম নববী আরো বলেন যে, কারো মধ্যে যদি ইল্‌ম্ (জ্ঞান) পরহেযগারী ও ধর্ম ইত্যাদি থাকে তাহলে, তার হাতে চুম্বন দেওয়া মাকরুহ নয়। বরং মুস্তাহাব।

(২) শারহে ফিক্বহে আকবার (মূল আরবী) ২৩৮ পৃঃ

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

আছে। মুল্লা আলী ক্বারী (আলাইহি রহমাতুলবারী) বলেছেন, সম্মানিত ব্যক্তি এবং আলিমে দ্বীনের হাতে চুম্বন দেওয়া জায়েজ আছে।

(৩) গুনিয়াতুত্ত্বালিবীন (বাংলা) নামক কিতাবের ৫৫ পৃঃ আছে। হুজুর গওসুল আযম বড় পীর আব্দুল ক্বাদের জিলানী। (রহমাতুল্লাহি আলাই) বলেছেন যে, বরকত ও দ্বীনি উদ্দেশ্যে পরস্পর একে অপরের মাথা বা হাতে চুমা দেওয়া অবশ্যই জায়েজ।

(৪) ফাতাওয়াশামী (মূল আরবী) ৯ম খঃ ৫৪৯ পৃঃ আছে যে, বরকত হাসিল করার জন্য আলিম এবং পরহেযগার ব্যক্তির হাতে চুম্বন দেওয়াতে কোনো অসুবিধা নাই। আলিমে দ্বীনের মাথায় চুম্বন দিলে প্রচুর সওয়াব হবে বলে সেখানে উল্লেখ রয়েছে।

(৫) আ'লা হজরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন আলাইহির রহমা তার আহকামে শরীয়ত নামক কিতাবের ২০৪ পৃঃ লিখেছেন যে, আলিমেদ্বীনের ক্বদম চুম্বন সুন্নাত।

(৬) ফাতাওয়া আলামগিরী (মূল আরবী) কারাহিয়াত অধ্যায় কবর যিয়ারতের বর্ণনায় ৩৫১ পৃঃ আছে যে, মাতা-পিতার কবরে চুম্বন দেওয়াতে কোনো অসুবিধা নাই।

আমার বক্তব্য

উপরোল্লিখিত আহলে সুন্নাত অ-জামাদের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, বুযুর্গানে দ্বীনের হাতে ও পায়ে চুম্বন দেওয়া অবশ্যই জায়েজ।

www.YaNabi.in

বিরোধীদের কিতাবাদি থেকে বুযুর্গানেদ্বীনের

ক্বদম চুম্বনের প্রমাণ

(১) ওয়াহাবী দেওবান্দী ও তবলিগী জামাত ইত্যাদি বাতিল ও বেদআতী ফিরক্বা গুলির মহাগুরু মওলবী রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী সাহেব তার ফাতাওয়া রাশিদিয়া নামক উরদু কিতাবের ৫৫৯ পৃঃ লিখেছেন যে, ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের সম্মানার্থে দাড়ানো দুরস্ত আছে। এধরনের ব্যক্তিদের পায়ে চুম্বন দেওয়া ও দুরস্ত আছে। হাদীস থেকে প্রমানিত আছে।

আমার বক্তব্য

খাস করে ওয়াহাবী দেওবন্দী এবং তবলিগী জামাদের মওলবী সাহেবদের, তিল পরিমান ও যদি হায়া থাকতো তাহলে, অন্তত তাঁদের গুরুদেবের লিখা ফাতাওয়া রাশিদিয়ার এই কথাটি স্মরণে রেখে দিয়ে, কোনো দিন, বুযুর্গানে দ্বীনের ক্বদম চুম্বনের বিরোধীতা মূলক কোনো কথা জীবনেও মুখে উচ্চারণ করতে পারতেন না।

(২) বই এর নাম "মুজাদ্দিদে জামান, দাদা হুজুর পীর (রঃ) সাহেবের মত ও পথ অমান্যকারী কাফের" আমার ফতওয়া। মুফতী মুহাঃ কারামাত আলী এম. এম. এম. এফ. (শাইখুল হাদিস ফুরফুরা ফাতেহিয়া সিনিয়র টাইটেল মাদ্রাসা)। এই বইটির ১৬পৃঃ এই ফুরফুরা পন্থী লিখেছেন যে, আমরা বাংলার মসলমান এত অবোধ, গর্ভধারিণী মাতা, জন্মদাতা জীবিত পিতার কদমবুসি করিনা, অথচ পীরের পায়ে কদম বুসির জন্য দেওয়ানা হয়ে যাই।

www.YaNabi.in

(৩) ফুরফুরা পন্থীদের দাদা হুজুরের ওসিয়ত নামায় ৪৪ নং ওসিয়তে ১১পৃঃ লিখেছেন যে, কদম বুছি জায়েজ আছে। পীরের পায়ে হাত দিয়ে সেই হাতে তাজিমের জন্য চুম্বন করা বেদআতে জায়েজ। মুখ দিয়া কদম বুছি করা সুন্নাত।

আমার বক্তব্য

ফুরফুরাপন্থী মুফতী কারামত আলী সাহেবের এই ফতুয়ার দ্বারাতেও কোনো মতেই ক্বদম চুম্বন না জায়েজ হচ্ছে না। তবে পীরের সাথে তার পুরাতন কোনো বিবাদ আছে বলে মনে হচ্ছে। তাই কারামত সাহেব পীর বিরোধী একটি কেরামতী দেখাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের-ই দাদা হুজুরের ৪৪নং ওসিয়ত পোতা হুজুরের সব কেরামতীর উপর জল ঢেলে দিয়েছে। এটা বাংলার মসলমানকে অবোধ বলার পাপও হতে পারে। একেই বলে "পীর চাইতে খাদেম জবর।"

(৪) ওয়াহাবী গায়ের মুকাল্লিদ, ফারাযী ও সালাফী ধর্মের কলেজার সঙ্গী বই "ফিক্বহে মুহাম্মাদী" নামত উরদু বইটির প্রথম খন্ডে ৬৭টি ও তার বাংলা অনুবাদ বইটির ৮২ পৃষ্ঠায় বোখারী শরীফ ১৬৬ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে হজরত মা আয়েশা সিদ্দিকা হতে বর্ণিত একটি হাদীসের বর্ণনা দিয়ে, মৃত্যু ব্যক্তিকে চুম্বন দেওয়া জায়েজ বলে উল্লেখ আছে।

আমার বক্তব্য

এই হাদীস থেকে প্রমাণ হলো যে, ইন্তেকালের পর বুযুর্গ ব্যক্তি বা প্রিয় পাত্রকে যদি চুম্বন দেওয়া জায়েজ হয়। তাহলে ইন্তেকালের পূর্বে জীবিত অবস্থায় তাদেরকে চুম্বন দেওয়া কেন জায়েজ হবে না? অবশ্যই জায়েজ হবে।

সবশেষে বিরোধীদের আর কোনো কিতাব থেকে নয়। বরং বুযুর্গানে দ্বীনের ক্বদম চুম্বনের স্বপক্ষে তাদেরই লেখা একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা হুবহু নিম্নে তুলে ধরা হল।

পুস্তিকাটির নাম যথাক্রমে– **তাহকীকুল মাসায়েল**

যার আদেশে ও যত্নে লিখা – (ফুরফুরা পন্থীদের) মুফতীয়ে বাংলা ও আসাম, ফখ্রুল মুহাদ্দেসীন অল-ফুকাহা, সুপ্রসিদ্ধ পীর আল্হাজ্জ হযরত মৌলানা। মুহাম্মদ আবু জাফর সিদ্দিকী (রহঃ) সাহেবের আদেশে ও যত্নে–

সুবিখ্যাত আলেম ও হাদী, শিরাকোল হাইস্কুলের হেড মৌলানা

আলহাজ্জ মাওলানা মোঃ রইস উদ্দিন আহমদ সাহেব

(এম.এম.)

কর্তৃক সঙ্কলিত

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

বুযুর্গ ব্যক্তির কদম চুম্বন করা

মুহাদ্দেস এবনে মাকারী হইতে বর্ণিত, হযরত মাযিদুল আমরী সাহাবী ও জনৈক, হযরতের কদম চুম্বন করিয়াছিলেন। (ফতহুল বারী হইতে উদ্ধৃত ফিক্‌হুস সুনান অল্ আসার দ্রষ্টব্য)

হাদীসে আছে ঃ–

হযরত সুহায়েব হইতে বর্ণিত যে, হযরত আলী (রাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ) এর হস্ত ও পদদ্বয় চুম্বন করিয়াছিলেন।

প্রাক্তন নাজেমে জমিয়াতে ওলামায়ে হিন্দ মৌলানা আহমদ সাইদ দেওবন্দী সাহেবের লিখিত রাসুলুল্লাহ্ (দঃ) কে মোজেজাত পুস্তকের ১৪১ পৃষ্ঠায় আছেঃ–

বায্‌যাযের হাদীসে বুরাইদা হইতে বর্ণিত ঃ (সারমর্ম) একজন গ্রাম্য অমুসলমান আ'রাবী হযরত (দঃ) এর মুজেযা দেখিয়া মুসলমান হইবার পর, হযরত নবী (দঃ) কে বলিয়াছিলেন, "আমি আপনাকে সিজদা করিব।" তখন হযরত (দঃ) বলিয়াছিলেন, 'আমি যদি কোন মানুষকে তাযীমের সিজদার আদেশ দিতাম, তবে বিবি গনকে তাহাদের স্বামীদিগকে সিজদা করিতে বলিতাম।' (মোটকথা হযরত (দঃ) তাঁহাকে ইহার আদেশ দিলেন না)। তখন ঐ ব্যক্তি বলিলেন, 'তবে আমাকে হস্ত-পদ চুম্বন করিতে আদেশ দিন।' হযরত (দঃ) তাঁহাকে আদেশ দিলেন, তখন তিনি হযরতের হস্ত-পদ চুম্বন করিলেন।

ইমাম নাববী 'আল্ আযকার' কিতাবে উক্ত হাদীস হইতে ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, মুহাব্বত বা ভালবাসা সূত্রে বুযর্গদিগের হস্ত পদ চুম্বন করিতে পারে। (আমি

লেখক বলিতেছি) ইহার দ্বারা পিতা-মাতা, পীর-ওস্তাদ ও মুরব্বীদিগের পদ চুম্বনের কথা সাব্যস্ত হয়।

(১। ইমাম বুখারীর আদাবুল মুফরাদ ১৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই হাদীসটির সনদ অতি মজবুত বলিয়া ফতহুল বারীতে উল্লেখ আছে। ফিক্‌হুস সুনান দ্রষ্টব্য।)

'আদ্‌দ্বীন অ-ত্তরিকুল হারামাইনিশ শরীফাইন 'কিতাবে' আব্বাস কার্রার লিখিয়াছেনঃ–

– "হযরত কাসেম বিন মুহাম্মদ হইতে বর্ণিত আছে, 'যখন তিনি হাতের দ্বারা হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করিতেন তখন সেই হাতকে স্বীয় নাক ও মুখে রাখিতেন।'

হযরত হুমাইদ বিন হাব্বান হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আমি হযরত সালেম বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) কে দেখিয়াছি, যখন তিনি উক্ত। পাথরের উপর হাত রাখিতেন তখন সেই হাতকে গালে ও কপালে রাখিতেন।

হযরত আতা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আমি হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ), হযরত এবনে ওমর (রাঃ) ও হযরত জাবের (রাঃ) কে দেখিয়াছি ইহারা যখন (উক্ত) পাথরের উপর হাত স্পর্শ করিতেন তখন সেই হাতে চুম্বন দিতেন।' এই হাদীসগুলি মুহাদ্দেস দারাকুতনী এবং সাইদ বিন মনসুর স্বীয় কিতাবে বর্ণনা করিয়োছেন।"

আল্ জামেউল লতিফ কিতাবে ১৩ পৃষ্ঠায় আছে ঃ–

"ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রোকনে ইমানীকে স্পর্শ করতঃ সেই হাতকে চুম্বন দিলেন। তাঁহা হইতে আর একটি রাওয়ায়ত আছে যে, তিনি মুখ দিয়ে চুম্বন দিলেন।"

শিফা কাজী এয়াযে আছে, হযরত এবনে ওমর

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

(রাঃ) নবী (দঃ) এর মিম্বরে হাত রাখিয়া সেই হাত মুখমন্ডলে ঘর্ষণ করিতেন।
(১। এই পুস্তকটি মিসরে চারি বার মুদ্রিত হইয়াছে।)

মোট কথা, হাতের দ্বারা চুম্বনকে সচরাচর চুম্বন বলে এবং ইহাতে হাতের দ্বারা চুম্বনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। যদি কদম চুম্বন হাদীস দৃষ্টান্তে জায়েজ হয়, তবে উহার নিম্নতর বিষয় পায়ে হাত রাখিয়া সেই হাত চুম্বন জায়েজ হইবে না কেন?

ফাতাওয়ায়ে রাশিদীয়ায় প্রথম খণ্ডে ৫৪ পৃষ্ঠায় (জাইয়েদ বারকী প্রেস, দিল্লী হইতে মুদ্রিত) লিখিত আছেঃ–

"দ্বীনদার ব্যক্তির তাযীমের জন্য দাঁড়ান জায়েয। এইরূপ ব্যক্তির পদ চুম্বন জায়েজ হইবে। এইরূপ কথা হাদীস হইতে সাব্যস্ত আছে।"

আবু দাইদে আছে, (সারমর্ম) "একজন আনসারী সাহাবী খুবই খোশমেজাজী ছিলেন। একদা তিনি লোকদিগের মধ্যে খালি গায়ে বসিয়া সকলকে হাসাইতেছিলেন। এমন সময় নবী (দঃ) তাঁহার পশ্চাত হইতে আসিয়া, তাঁহার কক্ষদেশে (পাঁজরে) একটি ছড়ি দ্বারা খোঁচা দেওয়া মাত্র তিনি বলিলেন, 'ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ) আমাকে ইহার বদলা দিন।" ইহা শ্রবণে হযরত (দঃ) শরীর হইতে পিরহান খুলিয়া ফেলিলেন, তখন তিনি হযরতকে জড়াইয়া তাঁহার কক্ষদেশে চুম্বন করতঃ বলিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ) ইহাই আমার ইচ্ছা ছিল।

মৌলানা থানবী সাহেব (দেওবন্দীদের গুরু) তাকাশশুফ কিতাবে ৪২৪ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, "ইহার দ্বারা ইহাও সাব্যস্ত হয় যে, পীরের প্রিয়

মুরিদগণ পীরের যে হস্ত, পদ এবং কপালে চুম্বন দিয়া থাকেন, ইহাতে কোন ক্ষতির কারণ নাই।"
(১। প্রকাশ থাকে , কক্ষদেশে চুম্বন লইতে যাইলে স্বাভাবিকভাবে মাথা নত হইবেই।

অবশেষে তিনি লিখিতেছেনঃ–

"অবশ্য শরীঅতের আদশের অতিক্রম না হয়।"
ইহার মর্ম এই যে, কদম চুম্বন করিতে হইলে স্বভাবতঃ মাথা নত হইবেই। তবে শরীঅতের খেলাফ কার্য যথা- সিজদা করা পায়ে জিভ দিয়া চাঁটা বা পায়ে মুখমন্ডল ঘর্ষণ করা ইত্যাদি যেন না হয়। কেবল চুম্বনই যেন হয়। অজ্ঞদিগকে কদম চুম্বনের নিয়ম শিক্ষা দিতে হইবে।

বুখারীর টীকা আয়নী ৪/৬০৭ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, ইমাম জয়নুদ্দীন এরাকী নেক লোকের হস্ত-পদ চুম্বন করা খুব ভাল বলিয়াছেন।

মুফতী মাওলানা শফী সাহেব (দেওবন্দী) তাঁহার জওয়াহেরুল ফিকাহ কিতাবের ১ম খন্ড ১৯৩ পৃষ্ঠায়, বিখ্যাত মাসআলার কিতাব 'মাবসুত' ১০ম খণ্ড ১৪০ পৃষ্ঠা হইতে নিম্নলিখিত হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়াছেনঃ–

অনুবাদ– "হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় মাতার পদদ্বয়ে চুম্বন দিল, সে যেন বেহেস্তের চৌকাঠে চুম্বন দিল।

মাথা নত করিয়া কদমবুসী করা জায়েয কিনা?– এ সম্বন্ধে মুফতী মাওলানা শফী সাহেব (দেওবন্দী) কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তরে লিখিয়াছেনঃ

অর্থাৎ–"যারা মাথা নত করা উদ্দেশ্য হয়, উহা নাজায়েয হইবে। আর যাহা যরুরতের জন্য (কদম চুম্বনের

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

সময়) নত করা আবশ্যক হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উহা কদম চুম্বনের সামিল হইবে।" (যেহেতু এখানে মাথা নত করা উদ্দেশ্য হইল না)

'সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা মইনুদ্দিন চিস্তী আজমিরী (রঃ) এর লিখিত 'আনিসুল আরওয়াহ, কিতাবে আছে, তিনি স্বীয় পীর হযরত ওসমান হারুনী (রঃ) এর কদম চুম্বন করিতেন।

হযরত খাজা আজমিরী (রঃ) এর প্রধান খলিফা হযরত খাজা বখতীয়ার কাকী (রঃ)-এর লিখিত 'ফাওয়ায়েদুস সালেকীন' কিতাবে আছে, তিনি স্বীয় পীরের কদম চুম্বন করিতেন।

হযরত আমীর খসরু (রঃ) এর লিখিত 'রাহাতুল মুহেব্বীন' কিতাবে আছে যে, তিনি স্বীয় পীর হযরত, নিজামুদ্দিন আওলিয়া (রঃ) এর কদম চুম্বন করিতেন।

মরহুম আল্লা হযরত মুজাদ্দেদে যামান পীর সাহেবের (ফুরফুরা) প্রিয়পাত্রগণ তাঁহার পায়ে হাত রাখিয়া সেই হাত চুম্বন দিতেন। তিনি বলিতেন, সোজা ভাবে বসিয়া পায়ে হাত রাখিয়া চুম্বন দেওয়া জায়েয। তিনি মুখ দিয়া চুম্বন 'এহতিয়াতান' নিষেধ করিতেন। বাংলাদেশে মুখ দিয়া চুম্বন দেওয়ার রীতি নাই। যদি কেহ নত হইয়া পায়ে হাত দিয়ে চুম্বন করে ইহাতেই বা দোষ কি? উদ্দেশ্য কদম চুম্বন, নত হওয়া 'ত' নহে। অবশ্য কেবল নত হইবার উদ্দেশ্য থাকিলে নিশ্চয় নাজায়েয হইবে। আমি যতদূর তাহকীক করিয়াছি, কদম-চুম্বন নিষেধের একটিও স্পষ্ট হাদীস নাই।

এই বিয়াদবীর কালে, মুহাব্বত ও সম্মান হিসাবে উহা করিলে তাহাতে কোন দোষ নাই। ইহাতে নফ্সেরও

www.YaNabi.in

সংশোধন হয়। ইহাতে অহঙ্কার ও আত্মগরীমা, যাহা সর্বনাশের মূল, তাহা দূরীভূত হয়।

সাবধান ঃ সাক্ষাতকালে সালাম দিবার উদ্দেশ্য মাথা নত করা বা নত হইয়া দণ্ডায়মান হওয়া–ইহা হাদীস এবং মাস্আলার কিতাবে নিষেধ আছে। কিন্তু কদম-চুম্বনের সময় উহা নিষিদ্ধ নহে, কারণ উদ্দেশ্য কদম চুম্বন, নত হওয়া নহে। যেমন– কোরআন শরীফ নীচে পড়িয়া থাকিলে উহাকে উঠাইবার জন্য, কোন বুযুর্গের জুতা সিধা করার জন্য বা ছেলেকে কোলে লইবার জন্য মাথা নত করিতে হয়।

আমার বক্তব্য

আহ্লে সুন্নাত অ-জামাতের মতে, নবী ও রসুলের পবিত্র নাম লিখার পর দরুদ শরীফের পরিবর্তে (দঃ) ও (আঃ) এবং সাহাবী ও কোনো বুযুর্গের নামের পর (রাঃ) ও (রঃ) ইত্যাদি লিখা জায়েজ নয়।

মওলানা রইসউদ্দিন আহমদ সাহেব বুযুর্গানে দ্বীনের কদম চুম্বনের স্বপক্ষে খুব জোরালো আলোচনা করেছেন ঠিক-ই। কিন্তু তিনি এই মসলাটির উপর আমল করেন নি। তার কারণ হলো তিনি কাচ্চা সুন্নী এবং পাক্কা ফুরফুরা পন্থী।

সতর্কবাণী

মনে রাখা ভালো যে, সম্মানার্থে হোক আর উপাসনার জন্য হোক, কোনো প্রকারের-ই সাজদা কাউকে বা কোনো বস্তু কে করা শরীয়াত মতে হারাম। সাজদা একমাত্র আল্লাহ তা'লার জন্য-ই জায়েজ।

তাম্মাত বিল খায়ের। অমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।

www.YaNabi.in

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী সাহেবের কলমে প্রকাশিত পুস্তকাদি

ক) আল্লাহর রহমত ও বিসমিল্লাহর ফযিলত।
খ) ১৮টি সহি দলিলসহ রেজবী ক্বেয়াম।
গ) গানের সুরে গজল পড়া জায়েজ কিনা? উত্তরসহ– রেজবী গজল।
ঘ) ১১১টি প্রশ্নোত্তরে আ'লা হজরাত পরিচিতি।
ঙ) আত্ত্বাম্বিহ (উরদু ভাষায়)।
চ) ক্বাদেরী রেজবী সিলসিলার (উরদু শাজরার বঙ্গানুবাদ)।
ছ) নাক্বশেবান্দী সিলসিলার (উরদু শাজরার বঙ্গানুবাদ)।
জ) যাদের পাটা যাদের নোড়া, তাদেরই ভাঙ্গল দাঁতের গোড়া
ঝ) সহী হাদীসের আলোকে ক্বদম চুম্বন জায়েজ কিনা
ঞ) চিশতিয়া আবুল উলাইয়া (উরদু শাজরার বঙ্গানুবাদ)।

বিজ্ঞাপন সমূহ

১। কবরে আযান জায়েজ কিনা?
২। একামতের সময় বসা সুন্নাত
৩। আনন্দ সংবাদ
৪। সত্যের সন্ধান ও খুৎবার আযান
৫। যদি কেহ বলেন
৬। আপনি বিভ্রান্ত হবেন কেন?
৭। শা'বান চাঁদে শবে-বারাত ও নফলী এবাদাত
৮। মাহে রমযানের ফযিলত ও শবে-ক্বদরের নফলী এবাদত
৯। তোহফায়ে ঈমানী বা মাসায়েলে কুরবানী
১০। রাসুল সম্রাট বিশ্ব নবী জীবনে কী কী করেন নি
১১। হাদীসে রাসুলে আরাবী ও ২০ রাকাত তারাবী
১২। ক্বোরআন হাদীসের অপ-ব্যাখ্যার জবাব

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in